গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৩
www.mohpw.gov.bd

নম্বরঃ ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০২৫.১২ (অংশ-৫)-৫৪৬

তারিখঃ ০৮ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৪ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ এ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৪.২১-২০৫, তারিখ: ০৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রি:।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলির খসড়ায় এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তথ্যের অংশে **bold/unberline** করত সংযোজন, পরিমার্জন কিংবা তথ্য হালনাগাদকরণ পূর্বক (ই-মেইল: (report sec@cabinet.gov.bd) এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৬ ফর্দ।

২৪.১০.২০২১

অভিজিৎ রায়
উপসচিব
তারালাপনঃ ৯৫১২২৩১

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব (রিপোর্ট শাখা)।

নম্বরঃ ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০২৫.১২ (অংশ-৫)-৫৪৬

তারিখঃ ০৮ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৪ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১। সচিবের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২ অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিবের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

২৪.১০.২০২১

অভিজিৎ রায়
উপসচিব

Atique letter 21

৯. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 'সবার জন্য আবাসন, কেউ থাকবে না গৃহহীন' এবং টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য সামনে রেখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

কোভিড -১৯ অভিঘাত মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন;

❖ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক:

- দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল পরিবর্তন-পরিবর্ধন পূর্বক ২৯টি polymerase chain reaction (PCR) ল্যাব স্থাপনের ভৌত সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।
- ৫৭ টি হাসপাতাল মেরামত ও সংস্কার পূর্বক মোট ১৫০০ এর অধিক শয্যার আইসোলেশন ইউনিটে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ১৫ টি হাসপাতাল মেরামত ও সংস্কার পূর্বক মোট ১০০০ এর অধিক শয্যার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ২৫টি হাসপাতাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পূর্বক মোট ৩২০০ এর অধিক শয্যার করোনা ইউনিটে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বিভিন্ন হাসপাতালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইসিইউ ও এইচডিইউ বেড স্থাপন, ভেনটিলেশন সিস্টেম স্থাপনে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কার্যাদি, ডায়ালাইসিস ব্যবস্থা, মেডিকেল গ্যাস সিস্টেম, কেবিনসমূহের সংস্কার এবং পর্যাপ্ত এয়ারকন্ডিশনার স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।
- **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:** কোভিড-১৯ অতিমারী মোকবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

  (১) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট ও ২টি সীপোর্টে ৭টি মেডিকেল ইউনিট (স্ক্রীনিং সুবিধাসহ মেডিকেল সেন্টার), দেশের ২৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে PCR ল্যাব স্থাপন, দেশের ৬২ টি জেলা হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট ও ১০ শয্যার আইসিইউ স্থাপন, ১০ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ শয্যার আইসিইউ বা সিসিইউ স্থাপন, Infectious Disease Hospital সমূহের আইসিইউ বা সিসিইউ স্থাপন, ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ১০ টি জেলা হাসপাতালে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থা ইউনিট স্থাপন করা হবে।

  (২) ADB-র অর্থায়নে COVID-19 Response Emergency Assistance Project এর আওতায় দেশের ২০টি হাসপাতালে PCR ল্যাব স্থাপন এবং ১০টি হাসপাতালে ৫০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট এবং ১০ শয্যার আইসিইউ বা সিসিইউ স্থাপন করা হবে।
- জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজাতে অফিস রূপান্তরকরণ প্রকল্প এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর ভবনের ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

➢ **আবাসন**

❖ গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য **২৪৭৪টি** আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

❖ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে। ইতোমধ্যে ৩০০টি ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র বস্তিবাসীদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।

❖ রাজউক কর্তৃক গুলশানে ০১টি ১০ তলা ভবনে ২৭ টি এপার্টমেন্ট, গুলশানে ১টি ০৮ তলা বিশিষ্ট ০৩ টি ডুপ্লেক্স এপার্টমেন্ট, হাতিরঝিলে ০২টি ১৬ তলা বিশিষ্ট ১১২ টি এপার্টমেন্ট **নির্মাণ করা হয়েছে;**

❖ **রাজউক কর্তৃক** উত্তরা ১৮ নং সেক্টরের এ ব্লকে ৭৯টি ১৬ তলা বিশিষ্ট ৬৬৬৬টি এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ করেছে;

মোঃ বরকাতুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

❖ **রাজউক কর্তৃক** বর্তমানে ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকায় ০৯টি ভবনে ১৮১টি এপার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

❖ **রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের** আওতায় (রাউক) আওতায় রাজশাহী মহানগরীর বড় বনগ্রাম এলাকায় ১১০টি (আবাসিক:৯৭টি ও বাণিজ্যিক:১৩টি) প্লট উন্নয়ন, বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ এবং ২৯৪টি আবাসিক প্লট উন্নয়ন করা হয়েছে।

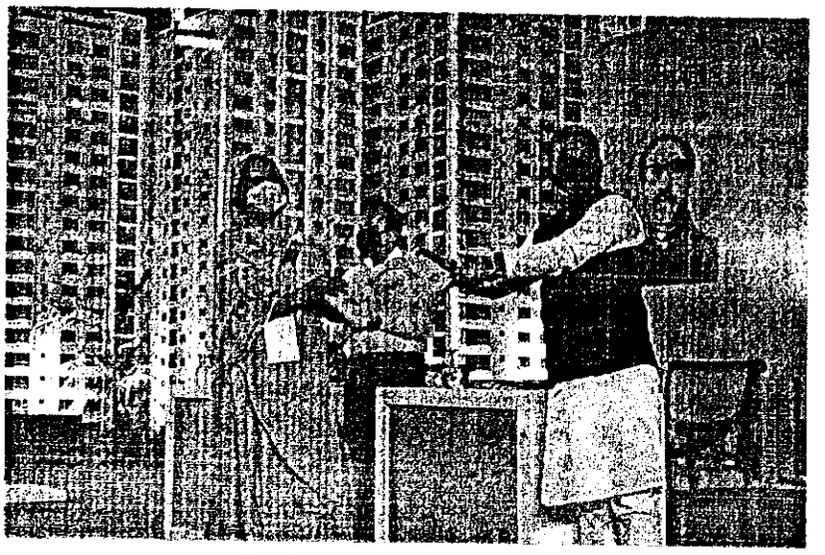

ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের জন্য ৩০০টি আবাসিক ফ্ল্যাট হস্তান্তর অনুষ্ঠান

অফিস ভবন

❖ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে **দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়** ২.৫ লক্ষ বর্গফুট অফিস স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে।

পার্ক/ জলাশয়

➢ রাজউক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক **১২.৫ একর** পার্ক নির্মাণ **ও ২১০ একর** জলাশয় সংরক্ষণ করা হয়েছে।

➢ রাজউক হাতিরঝিল প্রকল্পের আওতায় ৩১০ একর জমিতে Water retaintion Pond নির্মাণ করেছে।

➢ গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২.৫ কিঃমিঃ লেক ড্রাইভ রোডসহ ৩.৮ কিঃমিঃ লেক খনন **কাজ সম্পন্ন হয়েছে;**

➢ উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩.০০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে সহ ০১ কিঃমিঃ লেক খনন করা হয়েছে। পূর্বাচল ও উত্তরা ৩য় পর্ব এলাকায় প্রায় ৩০ কিঃমিঃ লেক খনন সমাপ্ত হয়েছে;

➢ কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে ১০০ ফুট খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৩ কিঃমিঃ লেক খনন কাজ চলমান;

➢ পর্যটন নগরী জেলা শহর কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর আওতায় শহরের অভ্যন্তরে লালদীঘি, গোল দীঘি ও বাজারঘাটা ৩টি পুকুর সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

মোঃ বরকাতুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান

টেকসই উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব সংযোজন:

- জাইকার সহযোগিতায় আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব ইটের বিকল্প ব্লক তৈরীর জন্য Verification survery with the private sector for Disseminating Japanese Technologies for Non-fired Solidification Brick Manufacturing process শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে ২০২৫ সালের মধ্যে ইটের ব্যবহার শূণ্যের কোঠায় হ্রাসের সরকারি নীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিবেশবান্ধব Autoclave Aerated Concrete Panel তৈরীর জন্য Pilot plant তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে।এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল সংস্থার চলমান প্রকল্পসমূহে নিম্নোক্ত ০৩ টি বিষয় আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে:
    - Sewage Treatment Plant (STP);
    - সোলার প্যানেল; এবং
    - রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং

যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসন:

➢ **রাজউকের আওতায়:**

- বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত প্রকল্পে প্রায় ০৯ (নয়) কিলোমিটার রাস্তা, ১৮ কিলোমিটার ফুটপাত সহ ০৪ (চার)টি ব্রীজ, ০৪টি ওভারপাস ও ০২টি ইউটার্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে;
- পূর্বাচল, উত্তরা ৩য় পর্ব ও ঝিলমিল এলাকার ৬০টি ব্রীজ সহ ৪৯৮কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় ২২টি ব্রীজ সহ প্রায় ১০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ চলমান রয়েছে।
- **রাজউক কর্তৃক** ৩.১ কিঃমিঃ দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- বর্তমানে কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পার্শ্বে ১০০ ফুট খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪ লেন বিশিষ্ট ১২.৩ কিঃমিঃ রাস্তা সহ ০৫টি এ্যাটগ্রেড ইন্টারসেকশন, ১৩টি আর্চ ব্রীজ, ০৬টি ব্রীজ প্রশস্তকরণ, ০৪টি আন্ডারপাস এর কাজ চলমান রয়েছে;
- এছাড়া মাদানী এভিনিউ প্রকল্পের আওতায় ~~০৪~~ ৩টি ব্রীজ প্রশস্তকরণ, ০২টি নতুন ব্রীজ, ০২টি ওভারপাস সহ **প্রায়** ০৯ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ চলমান রয়েছে।

➢ **রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক:**

- রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের রুয়েটের পূর্ব-দক্ষিণ কর্ণার হতে রাজশাহী মহানগরীর মেহেরচন্ডী, চকপাড়া ও খড়খড়িয়া অতিক্রম করে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ৫.০০ কিলোমিটার **চলমান** ; রাজশাহী কোর্ট চত্বর হতে কোর্ট বাজার এবং কোর্ট স্টেশন হয়ে রাজশাহী বাইপাস (লিলি হলের মোড়) পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ২.২৫ কিলোমিটার এবং রাজশাহী নগরীর ভদ্রা মোড় হতে ছোট বনগ্রাম, গৌরহাঙ্গা মোড় হতে রাজশাহী নিউ মার্কেট হয়ে সাহেব বাজার পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ১.২০ কিলোমিটার এবং বড়বনগ্রাম এলাকা হয়ে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত দুই লেন বিশিষ্ট ৪.১০ কিলোমিটার বিটুমিনাস কার্পেটিং **কাজ সম্পন্ন হয়েছে।**

➢ **চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক:**

- চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩৫টি খাল পরিষ্কার ও পুন:খনন কাজ চলমান। ২৪ টি খাল এর পাড়ে রিটেইনিং ওয়ালের কাজ চলমান। ৫৪টি ব্রীজ ও কালভার্টের কাজ চলমান। চট্টগ্রামের মুরাদপুর হতে লালখানবাজার পর্যন্ত ৬.২ কিলোমিটার ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং লালখানবাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কিলোমিটার ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

মোঃ বরকাতুর রহমান
সিনিয়র সহকারী ...
গৃহায়ন ও গণপূর্ত ...
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

- চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ১৫.২০ কিঃমিঃ রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।
- **পর্যটন নগরী জেলা শহর** কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর আওতায় শহরের অভ্যন্তরে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ১০.২০ কিঃমিঃ রোড নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন:

- রাজউকের আওতায় ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদী ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্প জনিত কারণে ঢাকা শহরের ভবনসমূহের Vulnerability assessment এর কাজ চলমান রয়েছে।
- **চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাষ্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১)"** প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে **বাস্তবায়নাধীন রয়েছে**
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রামের মিরেরসরাই এর ৪৮২.৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ এবং দেশের ১৪টি উপজেলার মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ৩১৮.২৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মাস্টারপ্ল্যান **এবং** পটুয়াখালী-বরগুনার মোট ৯টি উপজেলার ৩৩২২.৭৭ বর্গকিলোমিটার এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান) প্রণয়ন চলমান রয়েছে।
- পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ে "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১৭" প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ৯.৯.১ অনুসারে পরিকল্পিত নগরায়ন এবং টেকসই অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর সরকারি ভবন/ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ **কাজের সাথে সম্পৃক্ত**। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সুবিধা সম্প্রসারনে ২০২১-২২ অর্থবছরে **প্রায়** ১,৫৩৬ টি ফ্ল্যাট এবং **প্রায়** ১.৯৫ লক্ষ বর্গফুট অফিস স্পেস নির্মাণ করা হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা;

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ০৪টি স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া পদ্মা বহুমুখী সেতুর উভয় প্রান্তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে;
- ঢাকার পূর্বাচলে আধুনিক ও নান্দনিক স্থাপত্য শৈলীসম্পন্ন **সুউচ্চ** আইকনিক টাওয়ার নির্মাণ করা হবে।
- **কৃষি জমির উপরিভাগের** মাটির **নির্মাণ কাজে** ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ **গ্রহণ করা হয়েছে।**
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সম্প্রসারিত আবাসন ও অফিস স্পেস এর চাহিদা পূরণের **লক্ষ্যে** প্রকল্প **প্রণয়নের** কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:**
    - ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ৮,৮৩৫ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ;
    - ৬৪ জেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ;
    - প্রত্যেক জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণ।

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক, ২য় প্রেক্ষিত ও পরিকল্পনা/টেকসসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নে এবং ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পুরনো/ পরিত্যক্ত স্থাপনা অপসারণ করে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদারীপুর **জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে** এবং মানিকগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

মোঃ বরকাতুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Bangladesh 50

মুজিব বর্ষ MUJIB 100

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আবাসন সুবিধা ৮% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে আবাসন সুবিধা **২৭**% এ উন্নীত হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত প্রকল্প সমূহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে :
  - ঢাকার বেইলী ডাম্প অফিসার্স কোয়ার্টার এলাকায় ৪৮০ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।
  - ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৩১ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
  - ঢাকাস্থ সোহবানবাগ সরকারি কর্মকর্তাদের বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
  - ঢাকার ইস্কাটনে সরকারি কর্মকর্তাদের বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
  - চট্টগ্রামের মনসুরাবাদস্থ গণপূর্ত সম্পদ উপবিভাগ সংলগ্ন এবং গণপূর্ত উপবিভাগ-৯ এর জায়গায় বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ।
  - ঢাকাস্থ বেইলী রোডে গুলফেশান, কাহফেশান এবং আসিয়ান এর তদস্থলে সুউচ্চ সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
  - ঢাকাস্থ শের-ই-বাংলা নগরে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসিক প্রকল্প।
  - ঢাকাস্থ গ্রীনরোড/ কলাবাগানে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
  - ঢাকাস্থ মিরপুর দারুস-সালাম রোড মিরপুর গণপূর্ত বিভাগের অফিস ক্যাম্পাসে গণপূর্ত সাভার সার্কেল এর অফিস ভবন নির্মাণ।
  - ৬৪ জেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ।
  - ঢাকাস্থ রমনায় ৭১ সার্কিট হাউজ, ৪৮ সার্কিট হাউজ ও রাজারবাগে সরকারি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
  - ঢাকাস্থ জিগাতলায় সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।
  - কুমিল্লা জেলার বাগিচাঁগাও/চৌধুরীপাড়া সরকারি আবাসিক এলাকায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।

❖ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা অনুসারে ইতোমধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে নগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ ও আধুনিক করেছে। পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাটি শহরের আবাসন সমস্যা হ্রাসসহ একটি পরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় বসবাসের গুরুত্ব এবং উপকারিতা নগরবাসীর কাছে প্রচার করে পরিকল্পিত আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে টেকসই নগরায়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

❖ এছাড়া উন্নত বিশ্বের নির্মাণ প্রকৌশলের সাথে তাল মিলিয়ে অতি দ্রুত ভবন নির্মাণে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে সুউচ্চ ভবন নির্মাণ অগ্রাধিকার দেওয়া; স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রীর সর্বোত্তম ব্যবহার পূর্বক দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল দ্বারা নির্মাণ শিল্পকে যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়নের ধারায় পরিচালিত করা; পুরনো সরকারি ভবনগুলিকে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী ভূমিকম্প সহনীয় ব্যবস্থা বা রেট্রোফিটিং এর আওতায় আনা এবং এ বিষয়ে আরো বেশী সংখ্যক প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া; জীবাশ্ম জ্বালানীর ন্যূনতম ব্যবহার ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সকল সরকারি ভবন পরিবেশ-বান্ধব, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও সবুজ প্রযুক্তিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক <u>**উদ্যোগ**</u> গ্রহণ করা হয়েছে।

➢ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্তমানে ৪টি মেগা প্রকল্প সহ সর্বমোট ১১টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্প সমূহের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে এবং প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হলে জনকল্যান সাধিত হবে। <u>নিম্নে উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম দেয়া হলো:</u>

চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড <u>বাস্তবায়নের মাধ্যমে</u>

- উপকূলীয় বাঁধ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস থেকে চট্টগ্রাম শহর, বিমানবন্দর, ইপিজেডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ রক্ষা<u>**সহ রাস্তা নির্মাণ, শহরের যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্প্রসারিত হবে;**</u> <u>**একইসাথে**</u> কর্ণফুলী নদীর মোহনায় প্রস্তাবিত টানেলের সাথে রাস্তার সংযোগ প্রদান এর মাধ্যমে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত হবে এবং অর্থনীতি গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

মোঃ বরকাতুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল সমূহ পরিকল্পিতভাবে পুনর্খনন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে নগরীর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক -**উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।**

চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। একই সাথে প্রস্তাবিত কর্ণফুলী টানেলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে বন্দরের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে।

কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এটি শহর রক্ষাকারী বাঁধ হিসেবে কাজ করবে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহি:সীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে।

সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রীজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের অপরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থায় শৃংখলা আসবে ও বাকলিয়া এলাকা তথা ঐ অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন **করা সম্ভব হবে।**

প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাষ্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১) গ্রহণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা **এবং** বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১ পরিকল্পিত নগরী গড়ে **তোলা সম্ভব হবে।**

পিপিপি'র আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প:

- রাজউকরে আওতায় উত্তরা ১৮ নং সেক্টরের বি ও সি ব্লকে আরোও ১০০টি ১৬ তলা বিশিষ্ট ৮৪০০টি এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঝিলমিল এলাকায় ঝিলমিল রেসিডেন্সিয়াল পার্ক প্রকল্পের আওতায় আরও ১৩৭২০টি ফ্ল্যাট **নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং**
- পূর্বাচল এলাকায় আরও ২০০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা **রয়েছে।**
- **এছাড়া জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় "ঢাকার মিরপুর ৯নং সেকশনে বহুতল বিশিষ্ট স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।**

মোঃ বরকাতুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার